পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

পাক্ষিক আহ্‌মদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

১৩ই আশ্বিন ১৩৮৩ বাংলা : ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ ইং : ১৫ই শাওয়াল ১৩৯৬ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৩০শে সেপ্টেম্বর
১৯৭৭ ইং

৩১শ বর্ষ
১০ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ তফসীরুল-কুরআন : সূরা কওসার—(৮)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ	১
০ হাদিস শরীফ : 'ইসলাম ও ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	১০
০ অমৃতবাণী : 'দরদে দেলের সহিত কওমের প্রতি আহ্বান	হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, (সদর মুরুব্বি)	১২
০ জামাত আহ্‌মদীয়া ও উহার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে চিন্তাবিধগণের অভিমত	হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী সংগ্রহ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মদ	১৫
০ জুমার খোৎবা : 'ইমান ও নাজাত'	সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	১৯
০ সংবাদ	সংগ্রহ : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২৫

জিল্লুর রহমান খান

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

১৩ ই আশ্বিন ১৩৮৪ বাং : ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ ইং : ৩০ শে তবুক, ১৩৫৬ হিজরী শামসী

'তফসীরে কবীর'—

সুরা কওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত)। —মোঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩) তৃতীয় বিষয় হইল নবুওত। দেখা যায় মোটামুটি সকল জাতি নবুওত মানে। হিন্দুগণ অবতারে বিশ্বাসী। ইরাকীগণ মানে যে নবী আসিয়াছেন। ইহুদী ও খৃষ্টানগণ দাবী করে যে, তাহাদের মধ্যে নবীগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু বিচিত্র এই যে নবুওত সম্পর্কে তাহারা কেহই কোন আলোকপাত করিতে পারে না। কেবল কেতাবের মধ্যে নবী বা অবতার শব্দ পাওয়া গেলে কি কাজ হইবে, যদি না তাঁহারা কি, তাঁহাদের কাজ কি, তাঁহাদের গুণাগুণ কি, তাঁহাদের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য কি, তাঁহাদের সত্যতার প্রমাণ কি, তাঁহাদের কতখানি অনুগমণ প্রয়োজন, তাঁহাদের পদ মর্যাদা কি, আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক কি, মানব জাতির সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ কি, ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে বিবরণ থাকে। হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) একবার ইহুদী ও খৃষ্টান পাদরীগণকে রেজিষ্ট্রী পত্রযোগে নবুওতের মসলা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের কেহই তাহাদের পুস্তক হইতে নবীর পরিচয় ও গুণাগুণ ব্যক্ত করিতে পারে নাই। লাহোরের এক বিশপ খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেন যে, তাঁহাদের কেতাব এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব।

যদিও কুরআন করীম পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে আকারে সর্বাপেক্ষা ছোট, তথাপি যত জরুরী মসলা আছে, উহাদের সম্বন্ধে উহার মধ্যে সুস্পষ্ট বিবরণ বর্তমান রহিয়াছে। নবীগণ সম্বন্ধে অপরাপর বর্ণনা বাদ দিয়া কেবল যদি নবী শব্দটির উপর নজর

দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাদের কার্যাবলীর সন্ধান পাওয়া যাইবে। আরবী ভাষায় রসুল এবং নবী দুইটি নাম। এই দুই নামের মধ্যে তাঁহাদের কাজের পরিচয় রহিয়াছে। রসুল শব্দের অর্থ প্রেরিত পুরুষ এবং নবী শব্দের অর্থ মহা সংবাদদাতা। যাহারা নবী ও রসুলের মধ্যে প্রভেদ করে এবং নবী ও রসুলকে আলাদা মনে করে, তাহারা ভুল করে। এই দুইটি প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের অবিচ্ছেদ্য নাম। প্রেরিত হইয়া সংবাদ বিহীন হওয়া যেমন অর্থশুন্য, তেমনি প্রেরিত না হইয়া সংবাদদাতা হওয়া নিরর্থক কথা। বস্তুতঃ নাম দুইটি তাঁহার দ্বিবিধ অবস্থার প্রকাশক। আল্লাহ্তায়ালার দিক হইতে তিনি প্রত্যাদিষ্ট ও প্রেরিত বা রসুল এবং মানব জাতির প্রতি সংবাদদাতা বা নবী। ডাক পিয়ন কি কখনও পোষ্ট অফিস হইতে পত্রাদি লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া যাইবে? ইহাতে কি তাহার অফিসার তাহাকে বলিবেন না যে, তুমি চিঠি পত্র লইয়া বসিয়া আছ কেন, এগুলি মানুষ জনের ঘরে পৌঁছাইবার জন্য তোমাকে দেওয়া হইয়াছে, এগুলি থলের মধ্যে বাঁধিয়া বসিয়া থাকার জন্য তোমাকে দেওয়া হয় নাই। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ যাঁহাকে রসুল মনোনীত করেন, তিনি কি আল্লাহ্তায়ালার প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া বসিয়া যাইবেন? তিনি কি প্রাপ্ত-বাণী সমূহ মানুষজনের নিকট পৌঁছাইবেন না? প্রাপ্ত বাণীসমূহ পৌঁছাইলে তিনি নবী হইবেন এবং তাঁহার নবুওতের অর্থাৎ সংবাদদানের কাজের দ্বারাই তাঁহার রেসালাত বা বাণী লাভ প্রতিপন্ন হইবে। প্রত্যাদেশ বাণী না পৌঁছাইয়া রেসালতের দাবী করিলে, তিনি মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হইবেন। তেমনিভাবে যদি কেহ বলে যে আমি নবী অর্থাৎ মহা সংবাদদাতা অথচ সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলে যে আমি রসুল বা আল্লাহ্তায়ালার নিকট হইতে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত নহি, তাহা হইলে সে মিথ্যাবাদী হইবে। সুতরাং প্রত্যেক নবী রসুল এবং প্রত্যেক রসুল নবী। বাকী থাকিল নবী ও রসুলের বিশদ পরিচয়। পবিত্র কুরআনে তাঁহাদের সম্বন্ধে সকল প্রকার জানার ও মানার বিষয় বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত আছে, যদ্দারা তাঁহাদের সম্বন্ধে সন্তোষজনক জ্ঞান লাভ হয়।

(৪) মানুষ কর্মে স্বাধীন অথবা ভাগ্যের অধীন। ইহা এমন এক প্রশ্ন যাহার সমাধান কোন ধর্মগ্রন্থে নাই। অথচ ইহা এমন এক প্রশ্ন যাহার সহিত রুহানীয়তের গুরুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

কতক লোকের অভিমত মানুষ অসহায়। খোদা তাহাকে দিয়া যাহা করান, সে তাহাই করে। অথচ আমরা কর্মক্ষেত্রে ইহা কখনও অনুভব করি না যে, কেহ জবরদস্তি

আমাদিগকে দিয়া কাজ করাইতেছে। এরূপ অবস্থায় আমরা কিরূপে বলিতে পারি যে, আমাদের কাজে খোদাতায়ালার দখল আছে। যদি কেহ বলিতে চাহে যে, তাঁহার দখল আছে. তাহা হইলে ইহার প্রমাণ কি? পুনঃরায় এই প্রশ্নও উঠে যে খোদা-তায়ালা কি আমাদের সকল কাজেই দখল দেন অথবা কোনো কোনো কাজে দখল দেন? যদি তিনি কোনো কোনো কাজে দখল দেন, তাহা হইলে তিনি কি কি কাজে দখল দেন? আবার যদি তিনি বিশেষ বিশেষ কাজে দখল দেন, তাহা হইলে তিনি কি কি কাজে দখল দেন এবং কি কি কাজে দখল দেন না? তিনি যে কাজে দখল দেন, তাঁহার দখল দেওয়ার প্রমাণ কিভাবে পাওয়া যাইবে? ইত্যাকার বহু প্রশ্ন উঠিয়া পড়ে। মানুষ সকল কাজ খোদাতায়ালার নিয়ন্ত্রণে বাধ্যতা-মূলকভাবে করে বলিলে, এক চোর বলিবে, খোদা আমায় দিয়া চুরি করায়, আমি তাই চুরি করি, আমার অপরাধ কি? এইভাবে প্রত্যেক অপরাধে লিপ্ত অপরাধী স্বীয় সাফাই দিবে। পক্ষান্তরে খোদাতায়ালা আমাদের কোন কাজে দখল দেন না বলিলে, আমাদের এবাদত, দোওয়া, অভাব অভিযোগ পুরণার্থে তাঁহার নিকট যাচনা সব নিরর্থক। আর এক অবস্থা এই হইতে পারে যে, আল্লাহ্তায়ালা আমাদের কতক কাজে দখল দেন এবং কতক কাজে দখল দেন না। এরূপ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠে কোন্ কোন্ বিষয়ে আল্লাহ্তায়ালা আমাদের কাজে দখল দেন এবং কোন্ কোন্ কাজে তিনি দখল দেন না। ইহা সত্য হইলে সত্যধর্মকে সুস্পষ্টভাবে বলিতে হইবে যে কোন্ কাজে তিনি দখল দেন এবং কোন্ কাজে দেন না। নচেৎ তিনি কোন্ কাজ আমাকে দিয়া করাইলেন এবং কোন্টি আমি করিলাম, এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকিবে না।

একদা এক ব্যক্তি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিল, "হযরত ঈসা (আঃ) পাখী সৃষ্টি করিতেন।" হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, এই ধারণ কুরআন মজিদের বিরোধী। সে কোন যুক্তিই মানিতেছিল না। তখন হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হযরত ঈসা (আঃ) যে পাখীগুলি সৃষ্টি করিয়াছিলেন উহারা কোথায়?" ঐ ব্যক্তি উত্তর দিল, "সেগুলি খোদাতায়ালার বানানো পাখীগুলির সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে।" যদি আমরা জানিতে না পারি যে, আমাদের কাজে আল্লাহ্তায়ালার দখল কতখানি, তাহা হইলে আমাদের কাজের পরিচয়ের অবস্থা হযরত ঈসা (আঃ)-এর বানানো পাখীর সন্ধান সম্বন্ধে উপরুক্ত জবাবের মত হইয়া পড়িবে। ধর্মকে সুনিশ্চিতভাবে

বলিয়া দিতে হইবে যে, আমাদের কোন্ কোন্ কাজে কোন্ কোন্ সীমা পর্যন্ত খোদাতায়ালা দখল দেন এবং কোন্ কোন্ কাজে দখল দেন না। এই সন্ধান শুধু কুরআন মজিদ দেয়, অন্য কোন কেতাব দেয় না। কুরআন মজিদ ব্যতিরেকে মানুষের কর্মে স্বাধীনতা অথবা ভাগ্যের অধীনতা এবং তদ্বীরের সঙ্গে ইহাদের কতখানি সম্বন্ধ, ভাগ্যলিপি থাকা সত্বেও মানুষ কিভাবে বিধিলিপির গোলাম নহে এবং কর্মে সে স্বাধীন এবং যেখানে সে স্বাধীন নহে, সেখানে কিভাবে সে শাস্তির যোগ্য নহে, মানুষের কর্মে স্বাধীনতা ও ভাগ্যের সীমানা কতটুকু এ সকল বিষয়ে বাকী সকল কেতাব নীরব। এ সকলের উত্তরে কেবল কুরআন মজিদ আলোকপাত করিয়াছে। [হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর তকদীরে ইলাহী পুস্তক দ্রষ্টব্য]।

(৫) পরকাল ঃ এ সম্পর্কে কুরআন মজীদ ব্যতিরেকে অপরাপর ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে কোনো কোনো কেতাব নীরব এবং কোনো কোনো কেতাবের শিক্ষা অপূর্ণ। বাইবেল এবং বেদে পারলৌকিক জীবনের কোনো চিত্র নাই। উহাদের মতে সকলই ভৌতিক ব্যাপার। যেন্দাবেস্তায় পারলৌকিক জীবনের কিছু চিত্র আছে এবং উহা কুরআন মজিদের শিক্ষার সহিত মিলে। কিন্তু ইহলৌকিক জীবনের সহিত পরলৌকিক জীবনের সম্বন্ধ ও সঙ্গতির কোন শিক্ষা নাই। ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনের মধ্যে পার্থক্য, সাদৃশ্য ও সঙ্গতি, পুরস্কার ও শাস্তির স্বরূপ, উদ্দেশ্য ও সূত্র সমূহ এবং দোযখ ও বেহেস্তের বর্ণনা ইত্যাদি একমাত্র কুরআন মজিদ পূর্ণভাবে দিয়াছে। [হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা)-এর 'আহ্‌মদীয়াত ইয়ানি হকীকী ইসলাম' পুস্তকের "পরকাল" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।]

আমরা যে কোনো দৃষ্টিকোণ দিয়া দেখি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কওসার লাভ এবং তন্মূলে সকল নবীর উপর তাঁহার ফযিলত সত্য সাব্যস্ত ব্যাপার।

আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে يتلوا عليهم ايا تك "সে তাহাদের মধ্যে তোমার আয়াত পাঠ করিবে" বলিতে (১) ঐ সকল যুক্তিকে নির্দেশ করিতেছে, যাহা আল্লাহ্‌র পরিচয় এবং ধর্মের জরুরী বিষয় সমূহ বুঝিবার জন্য প্রয়োজন এবং (২) ঐ সকল মোজেযা এবং নিদর্শন সমূহের দিকেও ইঙ্গিত করিতেছে, যাহা যুক্তিসমূহকে অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যয়ের পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

কুরআন মজিদ যেমন ধর্মীয় বিষয়াবলীর আলোচনায় যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ দিয়াছে, তেমনি যৌক্তিক প্রমাণ সমূহকে ফলিত ঘটনার দ্বারা সাব্যস্ত করিতে সেই সকল মোজেযা এবং

নিদর্শনাবলীর উল্লেখ করিয়াছে, যে গুলি দেখার এবং মনোযোগ দিয়া চিন্তা করার পর মানুষের বুদ্ধিমূলক, দর্শনমূলক এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান পরিতুষ্ট হয়।

আল্লাহতায়ালা উপরুক্ত বিষয়ে আঁ-হযরত (সাঃ)-কে যে বড় মোযেজা দান করিয়াছেন, উহা হইল তাঁহার খাতামান্নবীয়ীন পদবী। আল্লাহতায়ালা তাঁহার উপর নবুওতের কামালাত শেষ করিয়া দিয়াছেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, খতমে নবুওত, যেভাবে সাধারণ মুসলমানগণ মনে করিয়া থাকে, এক ফাঁকা দাবী নহে, ইহা প্রতিষ্ঠিত সত্য, যাহাকে নিদর্শন হিসাবে প্রত্যেক যুগের লোক পরীক্ষা করিয়া যাচাই করিতে পারে। মুস্লিম সাধারণ খাতমান্নবীয়ীনের যে অর্থ করে, উহা কোন গয়ের কওমকে স্বীকার করানো সম্ভব নহে। নবী (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় যদি ইহুদী ও খৃষ্টানগণকে বলা হইত যে আঁ-হযরত সকল নবী হইতে বড়, এই জন্য যে তিনি শেষ নবী, তাঁহার পর আর কোন নবী আসিবে না, তাহারা হাসিয়া বলিত, তোমরা নিজেরাই তো এক মসীহের আগমনে বিশ্বাস রাখ। এতদ্ব্যতিরেকে দুনিয়ার সকল জাতির ধর্মগ্রন্থে বিভিন্ন নামে নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী আছে। আঁ-হযরত (সাঃ)-কে শেষ নবী হওয়ার দাবীতে, সকল নবীর উপর তাঁহার ফযিলত সাব্যস্ত করিতে হইলে, কেয়ামত পর্যন্ত নবী না আশা প্রত্যক্ষ করার পর এ দাবী সাধারণে গৃহিত হইবে, তৎপূর্বে নহে। দুই পাঁচ শত বা হাজার বৎসর পর্যন্ত নবী না আসিলেও, কাহাকেও শেষ নবী বলা যায় না। আঁ-হযরত (সাঃ) হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রায় ছয় শত বর্ষ পরে আসেন। ইহুদীরা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পর নবী নাই বলিত। (সুরা আল-মোমেন) কিন্তু তাঁহার কয়েক শতাব্দী পর হযরত মুসা (আঃ) আসেন এবং তাহারা তাঁহাকে নবী বলিয়া স্বীকার করে। হযরত মুসা (আঃ)-ও বলিয়াছিলেন "লা নবীয়া বাদী" অর্থাৎ "আমার পর নবী নাই"। (তফসীরে কবীর ইমাম রাযী) অথচ তাঁহার ভ্রাতা হারুন (আঃ) তাঁহার সহকারী নবী ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি জীবিতও ছিলেন এবং তাঁহার পর পর ১৪০০ বৎসর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বহু নবীর আগমন হয়। আরব জাতির মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর পর আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আগমনের পূর্বে কয়েক হাজার বৎসর পর্যন্ত কোন নবীর আবির্ভাব হয় নাই। সুতরাং কেয়ামত পর্যন্ত নবীর অনাবির্ভাব প্রত্যক্ষ না করিয়া শেষ নবী বলিয়া কাহাকেও স্বীকার করানো যাইবে না। সুতরাং শুধু শেষ নবী হওয়ার উপর ভিত্তি করিয়া আঁ-হযরত (সাঃ)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হইলে কেয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহার পূর্বে দাবী পেশ করা যাইবে না। কিন্তু যদি বলা হয় যে পূর্ববর্তী কোনো কোনো নবী তাঁহাদের জাতির জন্য সমাগত নবীগণের শিক্ষাকে শেষ

করিয়া গিয়াছিলেন এবং আঁ-হযরত (সাঃ) পূর্ববর্তী সকল নবীর শিক্ষাকে শেষ করিয়া দিয়াছেন, তাহা হইলে এ দাবী প্রথম দিন হইতেই সাব্যস্ত করা যাইবে। এ দাবী আজও সত্য এবং ভবিষ্যতেও কেয়ামত পর্যন্ত সত্য ও সাব্যস্ত থাকিবে। ইহার মধ্যে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। কারণ পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থসমূহ, কুরআন মজিদ এবং বিবেক বুদ্ধি ইহার অনুমোদন করে যে সত্য নবীর সহিত নৈকট্যের সম্বন্ধ হইয়া থাকে এবং সত্য নবীর অনুগামীগণের ও আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত এই সম্বন্ধ থাকে। অস্বীকারকারীগণের নিকটও এই সত্য অকাট্যভাবে সাব্যস্ত করা যায়। এইরূপ পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন মুসলমান প্রথম দিন হইতেই এই চ্যালেঞ্জ দিতে পারে যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর খাতামান্নবীয়ীন হওয়ার ইহাই প্রমাণ যে, তিনি সকল নবীর নবুওতকে শেষ করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার পরে কোন নবীর উম্মতের পক্ষে স্ব স্ব ধর্ম পালনের দ্বারা খোদা-প্রাপ্তি ঘটিতে পারে না। কেবল আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অনুগমনের সোজা পথ দিয়া খোদালাভ হইবে। এই কথা কোন অস্বীকার-কারী অস্বীকার করিতে পারিবে না। কারণ মুসলমানগণ তাহাদের ওলিআল্লাহ ও মোজাদ্দেদ-গণের জীবনী পেশ করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সপ্রামাণ করিতে পারিবে। পক্ষান্তরে অপরাপর জাতি আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত সাক্ষ্যাৎ সম্বন্ধের সম্ভাব্যতাই অস্বীকার করে। মোট কথা, নবীর জামাতের সহিত আল্লাহ্‌তায়ালার সোজা ও জীবিত সম্বন্ধ থাকা সুনির্দিষ্ট। কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আগমনের পর এই সম্বন্ধ তাঁহার উম্মত ব্যতিরেকে অপর কোন উম্মতের কোন ব্যক্তির সহিত নাই। এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী নবীগণের নবুওত শেষ হইয়া গিয়াছে এবং একমাত্র আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নবুওত সচল আছে। এতদ্বারা তাঁহার খতমে-নবুওত প্রমাণিত হয়। যদি বিজাতীয়গণ ইহা অস্বীকার করে, তাহা হইলে তাহারা তাহাদিগের বুযুর্গগণের ইলহামাত, ওহী এবং নিদর্শন-সমূহকে পেশ করিয়া তাহাদের দাবীর সত্যতা সপ্রমাণ করুক। কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আগমনের পর পূর্ববর্তী উম্মত সমূহ এ কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। এ কল্যাণ লাভ করিতে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অনুগমণের জোয়াল স্কন্ধে লইতে হইবে। এতদ্বারা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর খতমে নবুওতের দাবী চূড়ান্ত ও অকাট্যভাবে সাব্যস্ত হইয়া যায়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শুধু মুখের দাবী বেকার। প্রত্যেক দাবী ওহী ও ইলহাম মূলে বাস্তবে ফলিত নিদর্শনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, তবে ঐ দাবী গ্রহণ যোগ্য হইবে। আরও উল্লেখ্য যে, কেবল একটি দুইটি নিদর্শনে কোন কাজ হইবে না, দাবীদারের সারা জীবন আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এক খোলা পুস্তক হইতে

হইবে। প্রত্যেক যুগে উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে এরূপ জীবনের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বর্তমান। কিন্তু বিজাতীয়গণের মধ্যে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আগমনের পরে এরূপ দৃষ্টান্ত কোথাও পাওয়া যাইবে না।

খতমে নবুওতের আর এক অর্থ নবুওতের কামাল। খাতামান্নবীয়ীন শব্দের আভিধানিক ও আরবী ভাষায় প্রচলিত অর্থ হইল নবীগণের মোহর। কোন বিষয়ের সত্যতাকে তসদীক করার জন্য মোহর লাগানো হইয়া থাকে। সুতরাং খাতামান্নাবীয়ীনের অর্থ হইল তিনি নবীগণের মোহর, তাঁহার তসদীক ছাড়া কোনো নবী, নবী হইবেন না। সকল যুগের জন্য এই অর্থ সচল। পূর্ববর্তী নবীগণের ক্ষেত্রে এই ভাবে যে, আজ অতীতের কোন নবীর নবুওত কুরআন মজিদের তসদীক ব্যতিরেকে সাব্যস্ত হয় না। কারণ বাইবেলের দ্বারা হযরত মুসা (আঃ)-এর, তৌরাতের দ্বারা হযরত মুসা (আঃ)-এর, হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্রের এবং যিন্দাবেস্তার দ্বারা জরথুস্তের নবুওত সাব্যস্ত করা যাইবেনা। কুরআন মজিদের দলীল এবং নিদর্শনাবলীর সূত্রের সাহায্যে তাঁহাদের নবুওত সাব্যস্ত হয়। আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহার পরবর্তী নবীগণের জন্যও মোহর। কারণ তাঁহাকে ছাড়িয়া এবং তাঁহার নিকট হইতে পৃথক হইয়া কেহই নবুওত লাভ করিতে পারিবে না। ইহার যিন্দা প্রমাণ হইল কোরআন। যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্ববর্তী কেতাব বিকৃত হইয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীন নবী আসেন না। আজও কুরআন মজিদ আক্ষরিকভাবে অবিকৃত রহিয়াছে এবং উহার কল্যাণবর্ষী প্রভাব ও কার্যকারিতাও অক্ষুন্ন রহিয়াছে। উহার আক্ষরিক হেফাযত সম্পর্কে দুশমনও সাক্ষ্য দিতেছে এবং উহার প্রভাব ও কার্যকারিতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে যুগে যুগে 'বুযুর্গান' বর্তমান ছিলেন এবং আজও আছেন। তাঁহাদের মধ্যে ওলিআল্লাহ্, মোজাদ্দেদ এবং উম্মতি নবী প্রধান। তাঁহারা সকলেই আঁ-হযরত সাঃ আঃ-এর গোলামী স্বীকার করিয়া আজীবন তাঁহার অনুগামী ছিলেন। সকল নবীর উপর আঁ-হারত (সাঃ)-এর ফযিলত তাঁহার খতমে নবুওতের সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ। এ সম্পর্কে এ যাবৎ উপরে সব দলীল প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে, উহা সকল যুগে দুশমনের মুখ বন্ধ করিবে।

দ্বিতীয় আয়াত যাহা আল্লাহ্তায়ালা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জন্য প্রকাশ করিয়াছেন উহা এই যে, তিনি তাঁহাকে دنى فتدلى "তিনি উর্ধে উঠিলেন এবং আল্লাহ নামিয়া আসিলেন" -এর সুমহান মর্যাদা দান করিয়াছেন। অর্থাৎ একমাত্র আঁ-হযরত (সাঃ) সেই নবী, যাঁহার উপর তিনি তাঁহার পূর্ণ জ্যোতির্বিকাশ করিয়াছেন। তাহারই সম্বন্ধে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন, قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله

অর্থাৎ "তোমরা যদি আল্লাহ্‌তায়ালাকে ভালবাস এবং তাঁহার ভালবাসা চাহ, তাহা হইলে তোমরা আমার অনুগমন কর, তিনি তোমাদিগকে ভালবাসিবেন।" (সুরা আল-এমরান ৪র্থ রুকু)। অন্যত্র আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন,

ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ۝

অর্থাৎ "যে কেহ আল্লাহ্‌ এবং এই রসুলের অনুগমন করিবে, সে-ই ঐ দলের অন্তর্ভূক্ত হইবে, যাহাদের উপর আল্লাহ্‌র নে'মত নাযেল হইয়াছে, অর্থাৎ নবীদের মধ্যে সিদ্দীকগণের মধ্যে, শহীদগণের মধ্যে এবং সালেহগণের মধ্যে এবং তাঁহারা উত্তম সঙ্গী।" (সুরা নেসা—১০ম রুকু)। দেখুন আঁ-হযরত (সাঃ)-কে কি মহান পুরস্কারে ভূষিত করা হইয়াছে। তাঁহার অনুগামীগণের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা নবুওত, সিদ্দীকীয়ত, শাহাদত এবং সালেহীয়তের মর্যাদা রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি বড় হয়, তাহার অধীনস্থগণও বড় হয়। এক প্রাইমারী শিক্ষক ও ইউনিভারসিটির শিক্ষকের মধ্যে প্রভেদ কি? প্রাইমারী শিক্ষকের নিকট অল্প বয়স্ক ছাত্ররা পড়ে এবং ইউনিভারসিটির শিক্ষকের নিকট বি,এ, এম,এ, ক্লাশের ছাত্ররা পড়ে। শিক্ষক উভয়েই, কিন্তু একজনের মর্যাদা ছোট, এই জন্য যে নিম্নমানের ছাত্ররা তাঁহার নিকট পড়ে এবং তাহারা নিম্ন মর্যাদার হয়, এবং অন্য জন বড়, এই জন্য যে উচ্চমানের ছাত্ররা তাঁহার নিকট পড়ে, এবং তাহারা বড় মর্যাদার অধিকারী হয়। তেমনিধারা সকলেই নবী হইলেও, সেই নবী বড়, যাঁহার অনুগামীগণ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। উপরুক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা এই তত্ত্বেরই প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহার অনুগামীগণ নবী, সিদ্দিক, শহীদ এবং সালেহ দলের অন্তর্ভূক্ত, যাঁহারা সঙ্গী হিসাবে উত্তম। কিন্তু কুরআন মজিদে যেখানে অপরাপর নবীগণের অনুগামীগণের মর্যাদার পরিচয় দিয়াছেন, সেখানে নবীর উল্লেখ নাই, যথা—

والذين آمنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم ·

অর্থাৎ "যাহারা আল্লাহ্‌ এবং রসুলগণের উপর ঈমান আনিয়াছে, আল্লাহ্‌র নিকট তাহাদের মর্যাদা সিদ্দিক এবং শহীদের।" (সুরা হাদীদ ২য় রুকু)। অত্র আয়াতে رسله, অর্থাৎ "তাঁহার রসুলগণ" শব্দের ব্যবহার দ্বারা আমনিভাবে আঁ-হযরত (সাঃ) এর পূর্ববর্তী রসুলগণের উল্লেখ হইয়াছে এবং ইহার পূর্ববর্তী আয়াতে 'الرسول' 'এই রসুল' বা "মহিমান্বিত রসুল" শব্দের দ্বারা "আঁ-হযরত (সাঃ)-কে বুঝান হইয়াছে। এমতে উপরে আলোচিত দুইটি আয়াতের দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালা ইহা সুস্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন যে

সাবেক নবীগণের অনুগমন দ্বারা অতীতে মোমেনগণ সিদ্দিক এবং শহীদ হইতে পারিতেন এবং এখন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অনুগমন দ্বারা মোমেন নবুওতের মর্যাদাও লাভ করিতে পারে।

উক্ত কথার সত্যতা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এক হাদীসে পাওয়া যায়।

لو كان موسى و عيسى حيين لما وسعهما الا اتباعى

অর্থাৎ "যদি মূসা এবং ঈসা জিন্দা থাকিতেন, তাহা হইলে আমার অনুগমন ব্যতিরেকে তাঁহাদের গত্যান্তর থাকিত না" সুতরাং আল্লাহতায়ালা আঁ হযরত (সাঃ)-কে এই ফযিলত দিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ণ অনুগমনকারী অনুবর্তী (উম্মতী) নবুওতের মোকামে পৌঁছিতে পারেন। কিন্তু তাহার নবুওত যিল্লি বা বুরুযী হইবে অর্থাৎ তাঁহাকে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কামেল গোলাম ও উম্মতি হইতে হইবে।

কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকে যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পর নবী মানিলে তাঁহার অপমান করা হয়। ইহা ভ্রান্ত ধারণা। আমরা কি দেখি না যে কলেজের প্রিন্সিপ্যালও এম, এ পাশ এবং তাঁহার ছাত্রও এম, এ পাশ। ইহাতে কি প্রিন্সিপ্যালের অবমাননা হয়? বরং যে প্রিন্সিপ্যালের যত অধিক ছাত্র এম, এ পাশ হয়, তাঁহার মর্যাদা তত বেশী বড় হয়। অনুরূপভাবে আঁ হযরত (সাঃ)-এর গোলামীতে কেহ নবী হইলে তাঁহার সম্মানহানী হয় না। তবে এইরূপ নবী সদা তাঁহার পূর্ণ অনুগামী থাকিবেন। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মর্যাদা সদা সবার উর্ধে থাকিবে। তাঁহাকে ছাড়িয়া স্বাধীনভাবে নবুওত লাভের বা তাঁহার উর্ধে উঠিবার পথ নাই। সকল কল্যাণ লাভের উৎস একমাত্র তিনি।

(ক্রমশঃ)

পূর্ববর্তী শীর্ষস্থানীয় বুজুর্গানে উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত

(১) হযরত মুহীউদ্দীন ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলিয়াছেন: "রসুল করীম (সাঃ)-এর আগমনে যে নবুয়ত বন্ধ হইয়াছে, তাহা শুধু শরীয়ত আনয়নকারী (তাশরীয়ী) নবুয়ত—নবুয়তের মোকাম নহে।" (ফতুহাতে মক্কীয়া)

(২) হযরত বড় পীর সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) বলিয়াছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে গোপনে তাঁহার বাক্য ও রসুল (সাঃ)-এর বাক্যের অর্থ অবহিত করেন এবং এইরূপ মর্যাদাবান পুরুষ আউলিয়াগণের মধ্যে নবীর অন্তর্ভুক্ত।"
(আল ইওয়াকিত ওয়াল জওয়াহের, নেবরাস)

(৩) হযরত (সৈয়দ) শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (রহঃ) বলিয়াছেন:
'আঁ-হযরত (সাঃ) দ্বারা নবুওত খতম হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহার পর এমন কোনো নবী আগমন করিবেন না, যাহাকে খোদাতায়ালা শরীয়ত দিয়া লোকের প্রতি প্রেরণ করিবেন।'
(তাহকিমাতে ইলাহিয়া)

(৪) দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌঃ মুহাম্মাদ কাসেম নানুতুবী (রাঃ) বলিয়াছেন:
'নবী হযরত (সাঃ)-এর পরও যদি কোন নবী পয়দা হন তথাপি মোহাম্মদীয় খাতামিয়াতে কোনই পার্থক্য ঘটিবে না।' (তাহযিরুন নাস)

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২২। ইস্‌লাম ও ইহার প্রধান অঙ্গ প্রত্যঙ্গ (আরকান)।

১১৪। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রাঃ) বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন :

"ইসলামের ভিত্তি পাঁচ বিষয়ের উপর। এক, এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো 'মাবুদ' (ইবাদতের যোগ্য, আরাধ্য ও উপাস্য) নাই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রসুল। দুই, নামায কায়েম করা। তিন, যাকাত দেওয়া। চার, বয়তুল্লাহ্‌র হজ করা। পাঁচ, রোযা রাখা।"

['বুখারী', কেতাবুল্ ইমান, বাবু কাউলিন-নাবীয়ে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামা 'বুনিয়াল-ইস্‌লামু—' ১ : ৬ পৃঃ]

১১৫। হযরত আবু উমামাহ্ বাহেলী রাযি আল্লাহু আন্‌হু বলেন : আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলেহী ওয়া সাল্লামকে ভাষণ দিতে শুনিয়াছি বিদায় হজ্জে। হুজুর (সাঃ) ফরমাইয়াছিলেন :

"আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় করিবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে। একমাস রোযা রাখিবে। তোমাদের মালের যাকাত দিবে এবং তোমাদের অধিনায়ক আমীরগণের আদেশ পালন করিবে। যদি তোমরা এরূপ কর, তবে তোমাদের রাব্বের জান্নাতে দাখেল হইবে।"

['তিরমিযি,' কেতাবুল্ সালাত, বাবু মা ইয়াতায়াল্লাকু বিস্ সালাতে, ১ : ৭৮]

১১৬। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ উমর বিন্ আস্ রাযি আল্লাহু আন্‌হুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "মুসলমান হইতেছে সে, যাহার মুখ ও হাত হইতে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে এবং মুহাজের হইতেছে সে, যে ঐ সব বিষয় পরিত্যাগ করে, যাহা হইতে আল্লাহ্ নিষেধ করিয়াছেন।"

['বুখারী,' কেতাবুল ইমান, বাবু আল-মুস্‌লেমু মান সালামা—]

১১৭। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ উমর রাযি আল্লাহু আনহুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। সে তাহার উপর জুলুম করে না, তাহাকে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় ত্যাগ করে না। অর্থাৎ সর্বদা তাহার সাহায্যার্থে প্রস্তুত

থাকে। যে ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের প্রয়োজনাদি সম্বন্ধে খেয়াল রাখে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার প্রয়োজন সমূহের প্রতি খেয়াল রাখেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের কষ্ট যন্ত্রনা দূর করে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার কষ্ট যন্ত্রনা ও উদ্বেগ দূর করেন। আল্লাহ্‌তায়ালা কিয়ামতের সময় তাহার পর্দাপুশি করিবেন, তাহার দোষ ঢাকিবেন" ['বুখারী' কেতাবুল মজালেম, ১ : ৩৩০ পৃঃ; 'মুসলিম, ২-২ : ২৮৫ পৃঃ]

শরীয়তের আদেশ নিষেধের সম্পর্ক বাহিক্য বা জাহের অবস্থার সহিত এবং বাতেন বা আভ্যন্তরীন অবস্থা জানেন আল্লাহ্‌তায়ালা

১১৮। হযরত তারেক বিন্ উসায়েম রাযি আল্লাহু আন্হু বলেন : আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ইহা বলিতে শুনিয়াছি : "যে এই অঙ্গীকার করে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং আল্লাহ্-তায়ালা ছাড়া যাহাদের পূজা অর্চনা করা হয়, উহাদিগকে অস্বীকার করে, তাহার ধন-প্রাণ, জান-মাল সম্মানিত হইয়া পড়ে এবং আইনতঃ নিরাপদ হয়। তাহার বক্রী হিসাব আল্লাহ্‌তায়ালার জিম্মায়। তিনি তাহার নিয়ৎ (উদ্দেশ্য) অনুযায়ী তাহাকে প্রতিফল দিবেন। যাহা হউক, কলেমা তৌহিদ পাঠের পর বান্দাহ্‌র পাকড় হইতে মুক্ত।"

['মুস্‌লিম,' কেতাবুল ইমান, ২৫ পৃঃ]

১১৯। হযরত আনাস বিন্ মালেক রাযি আল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যে, ব্যক্তি আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের মত কিবলার দিকে মুখ রাখে, আমাদের জবাই খায়, সে মুসলমান। তাহার হেফাজতের জিম্মা (দায়িত্ব) আল্লাহ্‌তায়ালা ও তাঁহার রসুল গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহর জিম্মার, তাঁহার দায়িত্ব গ্রহণের বেহুরমতি করিবে না। ইহার প্রভাব নষ্ট করিবেন। ইহার মর্যাদাহানি করিবে না।"

['বুখারী', কেতাবুল সালাত, বাবু ফাযলে ইস্তেকবালেল্-কিবলাহ্ ১ : ৫৬ পৃঃ]

১২০। হযরত অব্দুল্লাহ বিন্ উৎবাহ বিন মসউদ রাযি আল্লাহ্ আনহু বলেন : "আমি হযরত উমর বিন্ খাত্তাব রাযি আল্লাহু আনহুকে বলিতে শোনিয়াছি যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জামানায় (তাঁহার জীবদ্দশায়) লোক ওহীর দ্বারা ধরা পরিত। কিন্তু এখন ওহী শেষ হইয়াছে। এখন আমরা ঐ সব জিনিষ দিয়া ধরিব, যাহা তোমাদের আমল (কার্যকলাপ) দ্বারা আমাদের সামনে উপস্থিত হইবে। যে আমাদের সম্মুখে সদাচরণ ও মঙ্গল প্রদর্শন করিবে, আমরা তাহাকে আমাদের নৈকট্য দিব। তাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থার সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক থাকিবে না। আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার সহিত তাহার অভ্যন্তরীণ অবস্থানুযায়ী ব্যবহার করিবেন। যে ব্যক্তি আমাদের সম্মুখে মন্দ আচরণ প্রকাশ করিবে, তাহাকে আমরা ছাড়িব না। তাহার কোনো কথা গ্রাহ্য করিব না, যদি সে দাবী করে যে, তাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা ('বাতিন') ভাল।"

['বুখারী', কেতাবুশ-শাহাদাত, ১ : ৩৬০]

('হাদিকাতুন সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ :)— এ, এইচ এম, আলী আনওয়ার

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

দরদে-দেলের সহিত কওমের প্রতি এক মর্মস্পর্শী আহবান

আমি আমার 'আরবাইন' পুস্তক এজন্য প্রকাশ করিয়াছি, যাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী ও ওহী এলহাম রচনাকারী (মুফতারী) বলিয়া আখ্যাদান করে, তাহারা যেন গভীর-ভাবে চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারে যে, সকল দিক দিয়া আমার উপর আল্লাহ্তায়ালার যে ফজল ও অনুগ্রহ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা আল্লাহ্তায়ালার পূর্ণ ও অতি উচ্চ পর্যায়ের নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্য কাহারও উপর হইতে পারে না, নাউযুবিল্লাহ্, কোন মিথ্যা দাবীকারক অসদচরিত্রবান ব্যক্তি ঐরূপ শান ও মর্যাদার অধিকারী হইতে পারে তাহা অচিন্তনীয়। হে আমার কওম! খোদা তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হউন। খোদা তোমাদের চোখ খুলিয়া দিন। প্রত্যয় রাখ যে, আমি মিথ্যাবাদীকারক নহি। খোদাতায়ালার সকল পবিত্র গ্রন্থ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, মিথ্যা দাবীকারককে শীঘ্র নিপাত করা হয় এবং সত্যবাদী যে আয়ুকাল লাভ করিয়া থাকে, সে তাহা কখনও লাভ করিতে পারে না। সকল সত্যবাদীদের সম্রাট ছিলেন আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম। তাঁহাকে ওহী প্রাপ্তির জন্য তেইশ (২৩) বর্ষকাল আয়ু দান করা হইয়াছিল। এ আয়ুকাল কেয়ামত পর্যন্ত সকল সত্যবাদীর মাপকাঠী বিশেষ। এবং খোদাতায়ালা ও ফেরেশ্তাগণ এবং খোদার পবিত্র বান্দাগণের হাজার হাজার লানত বর্ষিত হউক সেই ব্যক্তির উপর, যে উক্ত পবিত্র মাপকাঠীর মধ্যে কোন অপবিত্র মিথ্যাবাদীকারককে অংশীদার মনে করে। যদি কুরআন করীমে لو تقول (সুরা আল হাক্কা:) আয়াতও নাযেল না হইত, এবং খোদাতায়ালার সকল পবিত্র নবীরাও ইহা না বলিতেন যে, সত্যবাদীগণের ওহী প্রাপ্তির আয়ুকালের পরিমান মিথ্যা-বাদীগণকে কখনও আয়ু দান করা হয় না, তথাপি একজন সত্যকার মুসলমানের যে অকৃত্রিম ভক্তি ও ভালবাসা আপন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের প্রতি থাকা উচিত উহা কখনও তাহাকে এই ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্য তাহার মুখ

দিয়া উচ্চারণ করার অনুমতি দিতে পারে না যে, নবুওতের ওহী প্রাপ্তির উক্ত পরিমাপ অর্থাৎ তেইশ বৎসরের যে আয়ুষ্কাল আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামকে দান করা হইয়াছিল তাহা মিথ্যাবাদীও লাভ করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত, যখন কুরআন করীম স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছে যে, যদি এই নবী মিথ্যাদাবীদার হইতেন, তাহা হইলে ওহী প্রাপ্তির উক্ত পরিমাণ আয়ুষ্কাল তাঁহাকে দেওয়া হইত না। তৌরাতও এই সাক্ষ্য দান করে। ইঞ্জিলও একই সাক্ষ্য দান করে। এতদসত্ত্বেও ইহা কিরূপ ইসলাম ও কিরূপ মুসলমানী যে, উক্ত সমুদয় সাক্ষী প্রমাণকে শুধু আমার প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ একটি অপদার্থ দ্রব্যের ন্যায় নিক্ষেপ করা হইয়াছে এবং খোদাতায়ালার পবিত্র উক্তির প্রতিও কোনই সম্মান প্রদর্শন করা হয় নাই? আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিনা যে, ইহা কেমনতরের ঈমানদারী যে, প্রত্যেকটি প্রমাণ যাহা পেশ করা হয়, তদ্দ্বারা তাহারা উপকৃত হইতে চায় না এবং সেই সকল আপত্তি বার বার উত্থাপন করে, যেগুলির জবাব শত শত বার দেওয়া হইয়াছে এবং ঐ সকল আপত্তি শুধু আমার উপরই করা হয় নাই বরং আমার সম্পর্ক তাহাদের মুখ দিয়া সমালোচনা ও ছিদ্রান্বেষণ স্বরূপ যে সকল কথা বাহির হয়, সেগুলিতে সকল নবীই শরীক রহিয়াছেন। আমার বিরুদ্ধে যাহা কিছুই বলা হইয়া থাকে তাহা সবই পূর্বেও বলা হইয়াছে। হায়! এ জাতি চিন্তা করে না যে, যদি এই ব্যবস্থা খোদাতায়ালার তরফ হইতে না হইত, তাহা হইলে (হাদিসে উল্লেখিত) শতাব্দীর ঠিক শিরভাগে কেন উহার ভিত্তি স্থাপন করা হইল? তারপর কেহ ইহা বলিয়া দিতে পারিল না যে তুমি তো মিথ্যাবাদী এবং প্রতিশ্রুত সত্য ব্যক্তি অমুক? হায়, ইহারা বুঝে না যে, যদি প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দী জগতে আবির্ভূত হইয়া না থাকিতেন, তাহা হইলে কাহার জন্য আকাশে (১৩১১ হিঃ মোতাবেক ১৮৯৪ ঈসাব্দে হাদিসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী নির্দিষ্ট তারিখগুলিতে একমাত্র মাহ্দীর জন্য নির্ধারিত—অনুবাদক) সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের মোজেযা দেখানো হইল? দুঃখের বিষয়, তাহারা ইহাও দেখে না যে, অত্র দাবী আমলে অনুষ্ঠিত হয় নাই। ইসলাম হাত তুলিয়া ফরিয়াদ করিতেছে যে, উহা জুলুম ও অত্যাচারে জর্জরিত, এবং এখন উপযুক্ত সময়, আসমান হইতে উহার সাহায্য করা হউক। তের শতাব্দীতেই সকলের মন বলিয়া উঠিয়াছিল যে চৌদ্দ শতাব্দীতে নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুত খোদায়ী মদদ ও সাহায্য আসিবে। বহু লোক চৌদ্দ শতাব্দীর অপেক্ষায় কাঁদিতে কাঁদিতে কবরে চির নিদ্রায় চলিয়া গেলেন, এবং যখন খোদাতায়ালার তরফ হইতে এক ব্যক্তি প্রেরিত হইলেন; তখন এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যে তিনি বর্ত্তমান মৌলবীদের সকল কথাকে স্বীকৃতি দান করে নাই, সেইজন্য তাহারা তাঁহার বিরোধী

হইয়া পড়িল। কিন্তু খোদা প্রত্যেক প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি যাহাকে তিনি প্রেরণ করেন নিশ্চয় তিনি এক পরীক্ষা সহকারে আগমন করেন। হযরত ঈসা (আঃ) যখন আসিলেন, তখন হতভাগ্য ইহুদীগণ এই পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিল যে, 'এলীয়' তথা ইলিয়াস (আঃ) পুনঃরায় আসমান হইতে (স্বশরীরে) অবতীর্ণ হইলেন না, কিন্তু প্রথমে তিনি আসমান হইতে নাযেল হইতেন, তারপর মসীহ্ আসিতেন —যেরূপে (বাইবেল) মালকী নবীর কিতাবে লিখিত আছে। তেমনিভাবে আমাদের নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন আবির্ভূত হইলেন, তখন আহ্লে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টানগণ) এই পরীক্ষার সম্মুখীন হইল যে, এই নবী ইস্রাইল বংশভূত নয়। সুতরাং এখন কি ইহা জরুরী ছিল না, যে প্রতিশ্রুত মসীহর আবির্ভাবের সময়ও মানুষের জন্য কোন পরীক্ষা থাকিত? এবং মসীহ মওউদ যদি ইসলামের বর্ত্তমান তিয়ত্তর ফিরকার সকল কথাই মানিতে বাধ্য থাকিতেন তাহা হইলে কোন্ অর্থে তাঁহাকে (হাদীস অনুযায়ী) 'হাকাম'—'মীমাংসাকারী' বলিয়া অভিহিত করা হইত? তিনি কি কথা মানিতে আসিতেন, না মানাইতে আসিতেন? এমতাবস্থায় তাঁহার আগমনই বৃথা সাব্যস্ত হইত। সুতরাং হে কওম! এত জেদ করিও না। সহস্র সহস্র কথা এমনও থাকে, যাহা উপযুক্ত সময় আসার পূর্বে বুঝা যায় না। এলীয় বা ইলিয়াসের (আঃ) পুনঃরায় আগমনের প্রকৃত স্বরূপ ও তত্ত্ব হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর পুর্বে কোন নবী বুঝাইতে পারেন নাই, যাহাতে ইহুদীগণ হযরত মসীহ্কে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হইত। তেমনিভাবে ইসরাইলী বংশের মধ্য হইতে খাতামান্নাবীয়ীন (সাঃ আঃ)-এর অগমনের যে ধারণা ইহুদীদের মনে গাড়িয়া গিয়াছিল সেই ভ্রান্ত ধারাণাটিকেও পুর্ববর্ত্তী নবীগণের মধ্যে কোন নবী সুস্পষ্টভাবে অপসারণ করিতে পারেন নাই। তেমনিভাবে প্রতিশ্রুত মসীহের ব্যাপারটিও প্রচ্ছন্নাবস্থায় চলিয়া আসিয়াছে, যাহাতে আল্লাহ্র অমোঘ নিয়ম অনুযায়ী এ বিষয়েও পরীক্ষা হইত। আমার বিরুদ্ধবাদীগণের পক্ষে যখন আমাকে গ্রহণ করার তওফিক তাহাদের হয় নাই, তখন ইহাই উত্তম ছিল যে, কিছুকাল মুখ বন্ধ রাখিয়া সংযত থাকিয়া তাঁহারা আমার পরিণাম প্রত্যক্ষ করিতেন। এখন জনসাধারণও যে-সব গাল-মন্দ দিয়াছে, সে সবের গোনাহ্ মূলতঃ মৌলবীদেরই ঘাড়ে বর্ত্তায়।"

(ক্রমশঃ)

(আরবাইন, নং ৩ ও ৪-এর পরিশিষ্ট, পৃঃ ১—৪)

অনুবাদঃ আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ

আহমদী

৩০শে সেপ্টেম্বর/৭৭ইং

জামাত আহমদীয়া ও উঁহার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে

খ্যাতনামা চিন্তাবিদগণের

অভিমত

(১)

দিল্লীর 'কার্জন গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক মীর্যা হযরত দেহলবী লিখিয়াছিলেন :

"আর্যসমাজী ও খৃষ্টানগণের মোকাবেলায় মরহুম (হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ) যে ইসলামী খেদমত করিয়াছেন, উহা বস্তুতঃই অত্যন্ত প্রশংসার যে'গ্য। তিনি মোনাযেরার (ধর্মীয় বাকতর্কের) রূপকে সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া দিয়াছিলেন এবং হিন্দুস্থানে এক নূতন সাহিত্যের বুনিযাদ কায়েম করিয়াছেন। একজন মুসলমান হিসাবে এবং গবেষণাকারীরূপে আমি স্বীকার করিতেছি যে কোন বড় হইতে বড় আর্যসমাজী অথবা পাদ্রীর এ ক্ষমতা ছিল না যে, মরহুমের মোকাবেলায় তাহার মুখ খুলে। যদিও মরহুম পাঞ্জাবী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কলমে এরূপ অপূর্ব শক্তি ছিল যে, আজ সারা পাঞ্জাবে নয় বরং সমগ্র হিন্দুস্থানে তাঁহার পর্যায়ের শক্তিশালী লেখক নাই। তাঁহার রচনা নিজ শানে সম্পূর্ণ অপূর্ব এবং বস্তুতঃ তাঁহার কোন কোন লেখা পড়িলে আত্মবিভোর হইতে হয়। তিনি ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী, বিরুদ্ধাচরণ এবং কূট সমালোচনার অগ্নিসাগর পার হইয়া আপন পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন এবং উন্নতির উচ্চমার্গে উপনীত হইয়া ছিলেন।"

(কার্জন গেজেট, দিল্লী, ১লা জুন ১৯০৮ অর্থাৎ হযরত ইমাম মাহ্দী আঃ-এর মৃত্যুর ৫দিন পর)

(২)

মাশরিক" পত্রিকার সম্পাদক আহ্মদীয়া জামাতের ঘোর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁহার এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন :

"আমরা ইহা পূর্বেই লিখিয়াছি এবং এখনও নিঃসঙ্কোচ ও দ্বিধাহীন ভাবে বলিতে পারি যে, বর্ত্তমানে আহ্মদীগণ যে ভাবে ইসলামের সত্যিকার খেদমত করিতেছেন, তাহা হইতে উৎকৃষ্টতম খেদমত অপর কোন ফেরকা (দল) কর্ত্তৃক সাধিত হইতেছে না। সকলের মধ্যেই কিছু না কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হইতেছে। আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করা প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু কেবল আহ্মদীয়া জামাতই উহা কার্য্যে পরিণত করিতেছে এবং এই বৈশিষ্টের ফলেই তাহারা কার্য্য-ক্ষেত্রে সফলকাম হইতেছে।"

[গোরক্ষপুর হইতে প্রকাশিত পত্রিকা "মাশরিক," ৮ই জুলাই, ১৯২৭ ইং]

(৩)

জামাতে ইসলামীর মুখপত্র 'আল-মুনীর' -এর সম্পাদক সাহেব তাঁহার সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেন :

"কাদিয়ানী মতবাদের মধ্যে হীতকাজে যে নিপুনতা রহিয়াছে, ইহার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল তাহাদের সেই মহান প্রচেষ্টা, যাহা তাহারা ইসলামের নামে যে প্রচার কার্য্য বহিদেশে পরিচালনা করিতেছে। তাহারা বিভিন্ন বৈদেশিক ভাষায় কোরআন শরীফ তরজমা করিয়া বিশ্ববাসীর সম্মুখ পেশ করিতেছে, ত্রিত্ববাদের মতবাদ খণ্ডন করিতেছে ও বিদেশে মসজিদ নির্মাণ করিতেছে, এবং যে স্থানেই সম্ভব, ইসলামকে শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্মরূপে উপস্থাপিত করিতেছে।"

[লায়েলপুর হইতে প্রকাশিত জামাতে ইসলামীর পত্রিকা "আল-মুনীর' ১০ই আগষ্ট, ১৯৫৬ ইং।]

(৪)

আল-মুনির' পত্রিকার সম্পাদক সাহেব তাঁহার অপর এক সম্পাদকীয়তে বলেন :

"১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে যখন বিচারপতি মুনির পাঞ্জাব-দাঙ্গা-তদন্ত আদালতে ইসলামী সমস্যাবলী ও জ্ঞান আলোচনায় মনোরঞ্জন করিতেছিলেন, এবং সকল মুসলমান দল কাদিয়ানীদিগকে অমুসলমান সাব্যস্ত করার প্রচেষ্টায় মত্ত ছিল, ঠিক সেই সময়ে কাদিয়ানী জামাত ডাচ্ এবং অন্যান্য কয়েকটি বিদেশী ভাষায় কোরআন শরিফের অনুবাদ সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং তাহারা উহা ইন্দনেশীয়ার প্রেসিডেন্ট ও পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল মিঃ গোলাম মোহাম্মদ ও বিচারপতি মুনিরের নিকট পেশ করেন। তাহাদের উক্ত কর্ম্ম দ্বারা তাহারা ইহাই প্রকাশ করিতেছিলেন যে, 'আমরাই সেই অমুসলমান এবং ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত, যাহাদিগকে আপনারা কাফের আখ্যা দিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, যাহারা অমুসলিমদিগের সম্মুখে কোরআন তাহাদের মাতৃভাষায় পেশ করিতেছে।"

(আল মুনির, ১০ই আগষ্ট ১৯৫৬ ইং)

(৫)

মিশরে আহমদীয়া মতবাদের ঘোর বিরোধী পত্রিকা "আল ফাতাহ্"-এর সম্পাদক সাহেব তাঁহার সম্পাদকীয়তে বলেন :

"আমি যখন সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টিপাত করিলাম, তখন কাদিয়ানীদিগের আন্দোলনটিকে বিস্ময়কর পাইলাম। তাহারা বক্তৃতা ও লেখনীর সাহায্যে বিভিন্ন ভাষায় তাহাদের আওয়াজ উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছে।"

অতঃপর এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা এবং আফ্রিকায় আহমদীয়া জামাত কর্ত্তৃক

প্রতিষ্ঠিত প্রচার-কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে প্রশংসা-মূলক বক্তব্য রাখিয়া তিনি বলেন,—"আহ্‌মদীরা খ্রীষ্টান পাদ্রীদের চাইতে অধিকতর সফলকাম, কেননা তাহাদের কাছে ইসলামের সত্য ও সূক্ষ্ম-তত্ত্বাবলী রহিয়াছে।" অতঃপর লিখেন :

"যে ব্যক্তিই তাহাদের (আহ্‌মদীদের) আশ্চর্যজনক কার্যাবলী অবলোকন করিবে সে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিবে না যে, কি ভাবে এই ক্ষুদ্র জমাতটি এত বড় মহান জেহাদ করিতেছে, যাহা কোটি কোটি মুসলমানগণও করিতে পারেন নাই।"

(কায়রো হইতে প্রকাশিত পত্রিকা "আল-ফাতাহ্", ২রা জামাদিয়ুস্‌-সানি, ১৩৫১ হিজরী)

(৬)

ঘানা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের খ্রীষ্টান প্রফেসার S. G. Williamson তাহার Christ or Muhammad নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন :

"ঘানার কোন কোন অঞ্চলে বিশেষভাবে উপকূলবর্তী এলাকায় আহ্‌মদীয়া মতবাদ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করিতেছে। শীঘ্রই গোল্ডকোষ্টের (ঘানার) সকল অধিবাসীদের খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আশা নিরাশায় পর্যবসিত হইবে। এই বিপদ চিন্তাতীত রূপে বড়, যেহেতু শিক্ষিত যুবকদের একটি উল্লেখযোগ্য দল আহ্‌মদীয়তের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, এবং নিশ্চয়ই ইহা খৃষ্ট-ধর্মের জন্য এক প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। ইহা ঠিক করিয়া বলা যায় না যে, ক্রুশ অথবা হেলাল, আফ্রিকাকে কে শাসন করিবে।"

(৭)

হল্যাণ্ডের হেগ নগরীর মসজিদের উদ্বোধনের সময় তথাকার একটি বহুল প্রচারিত পত্রিকায় মসজিদটির ছবি প্রকাশিত হয় এবং এই মন্তব্য করা হয় যে "এই মসজিদটি কায়রো বা করাচীর নহে, বরং হেগ নগরীর।" অতঃপর নিম্নোক্ত বক্তব্য জন সাধারণের সমক্ষে তুলিয়া ধরে :

"ইসলাম ইউরোপের উপর দুই দুই বার আক্রমণ চালাইয়াছিল। প্রথমবার খ্রীষ্টিয় নবম শতাব্দীতে যখন তাহারা স্পেনের শাসক ছিল। দ্বিতীয়বার তুর্কিগণ ১৬শ শতাব্দীতে ইউরোপের উপর আক্রমণ চালায় এবং ওয়ারসা পর্যন্ত ধাবিত হয়। কিন্তু উভয় বারই আমরা স্বীয় বাহুবলে মুসলমানদিগের মোকাবিলা করিয়া ইউরোপ হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু এইবার যে আক্রমণ ইউরোপের উপর করা হইয়াছে, উহা আধ্যাত্মিক এবং উহা মানব হৃদয়ের উপর আক্রমণ; জাগতিক আক্রমণ নহে। বর্ত্তমানে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের মধ্যে কি এতখানি আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, যদ্দারা উহার মোকাবিলা করিতে পারে?"

(৮)

"নাটোরের খান বাহাদুর আবুল হাসেম খান চৌধুরী ঢাকার ইস্কুল ইন্সপেক্টর। তাঁকে আমার এক খণ্ড কামাল পাশা পাঠিয়ে দিলাম। লিখে পাঠালেন—ঢাকায় এলে

আমার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করবেন, জরুরী আলাপ আছে। ভাবলাম কাটিয়ার ইস্কুল কলেজ মাদ্রাছার কোনটি সম্বন্ধে আলাপ করবেন। দেখা করলাম। বললেন, কামাল পাশা পড়ে আমি বুঝতে পেরেছি, ইছলামের জন্য আপনার আগ্রহ কত তীব্র।'

'সামান্য খাদেমের মত আমি কিছু করতে চাই, এইমাত্র।'

''আপনার বিনয়। আর আসলেও তো আমরা সামান্যই করতে পারি, খাঁ সাহেব। তবে খেদমতের জন্য প্রশস্ত রাস্তা চাই।'

'বলুন।'

'এই জামানায় সেই রাস্তা বাতলিয়েছেন কাদিয়ানের মীর্যা গোলাম আহমদ সাহেব।'

'তাঁর নাম শুনেছি।'

'তিনি অদ্ভুদ লোক ছিলেন। তাঁর প্রভাবে যাঁরা ইছলামের সেবা-ব্রত নেমেছিলেন, আজ তাঁরাই দুনিয়ার দিকে দিকে তবলীগ করে বেড়াচ্ছেন। মালয়ে তাঁরা, মাদাগাস্কারে তাঁরা, আফ্রিকার জঙ্গলে তাঁরা, আবার ইউরোপ আমেরিকার মত সুসভ্য দেশেও তাঁরাই ইছলামের পতাকা তুলে ধরেছেন।'

'হাঁ, তাঁরা নিতান্ত মুল্যবান কাজ করছেন তা শুনেছি।'

'তবে আপনিও এই পথে আসুন। পুথি-পত্রে ইছলামের কথা বলার মূল্য আছে কিন্তু তার চেয়ে অনেক ফায়দা ইছলামকে জীবনে রূপায়িত করে তাই নিয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত হওয়া।'

'জীবনে ইছলামকে রূপায়িত করার মহিমাকে আমি আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করি।'

'তবে আমাদের পথে আসুন।'

নিত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন এই চৌধুরী সাহেব; ধর্মোৎসাহ ছিল তাঁর অফুরন্ত, অন্তরের নির্মলতা দীপ্তি লাভ করেছিল তাঁর সুন্দর চেহারায়; পরম আদরে, পরম অগ্রহে তিনি আমায় ডেকেছিলেন। যেতে পারি নাই। কিন্তু তাঁর সে আহ্বানের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।"

[ইবরাহিম খাঁ লিখিত 'বাতায়ন' গ্রন্থ হইতে]

সংকলন: আহমদ সাদেক মাহমুদ

সন্তান তাওল্লদ

ময়মনসিংহ জামাতের লাজনা এমাইল্লাহর সেক্রেটারী ডাঃ লায়লা আরজুমন্দ, ও তাঁর স্বামী ইনজিনিয়ার দেলওয়ার হোসেন-এর ঘরে গত সোমবার সকাল ১১টায় এক মেয়ে সন্তান জন্মেছে। মাতা ও সন্তানের জন্য দোয়ার দরখাস্ত আরজ করিলাম।

—চৌধুরী আবদুল মতিন (লায়লার পিতা)

জুমার খোৎবা

ইমান ও নাজাত

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল্ মসিহ সালেস (আইঃ)

[জল্‌সা গাহ্, রাবওয়া, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৭৪ ইং]

"নাজাত সেই চূড়ান্ত প্রীত, পুলকিত অবস্থার নাম, যাহা আল্লাহ্‌তায়ালার মা'রেফাত (তত্ব-জ্ঞান) লাভের পর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধের ভিত্তিমূলে মানুষ লাভ করে।"

"নাজাতের এই মনোরম ধারণা ইসলাম পেশ করিয়াছে এবং ইহা প্রাপ্তির উপায়েও শিক্ষা দিয়াছে।"

তাশাহুদ, তাওয়ুজ ও সুরাহ্ ফাতেহা তেলাওতের পর বলেন :—

মানুষের প্রতি এমনি তো সহস্র সহস্র, বরং কোনো কোনো ব্যক্তি বলেন যে, এক লক্ষ অপেক্ষাও অধিক পয়গম্বর, নবী ও রসুল আসিয়াছেন, যাঁহারা স্ব স্ব সময়ের তাকিদ ও চাহিদা পূর্ণ করিয়াছেন এবং দেশ ও দেশের অবস্থানুযায়ী, যুগ ও যুগের রূহানী যোগ্যতার পরিপেক্ষিতে মানুষের জন্য 'খোশ-হালের' সামগ্রী সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই সবই নবীগণের উপর 'ঈমানের' পর মিলিয়াছে। এবং এখন আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আবির্ভূত হওয়ার পর ['ঈমান' শব্দ এখানে আমি 'বিশেষ্য' হিসাবে ব্যবহার করিতেছি, 'মসদর' হিসাবে নহে। ইমাম রাগেব (রঃ)-এর 'মুফরাদাতে' লিখিত আছে যে, আরবী ভাষায় 'ঈমান' শব্দ যখন বিশেষ্য রূপে ব্যবহৃত হয়, তখন ইহার অর্থ হয় 'ঐ শরীয়ত (ধর্ম-বিধান), যাহা মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল হইয়াছে'। অন্য কথায়,] ঈমান মুহাম্মদীয় শরীয়তের নামান্তর। এই 'কামেল' ও সর্বাঙ্গীন এবং চিরস্থায়ী শরীয়তের পর, যাহা কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী কথাবে, নাজাতের সম্পর্ক ঈমানের সহিত জড়িত। পূর্বেকার শরীয়ত (ধর্ম-বিধান) সমূহ রহিত ('মনসুখ') হইয়াছে। কারণ এই কামেল শরীয়ত ও 'মুকম্মল' হেদায়াতের পর মানুষের জন্য আগেকার হেদায়াতগুলির প্রয়োজন থাকে নাই। এখন নাজাত ঈমানের সহিত, মুহাম্মদীয় শরীয়তের সহিত সংবদ্ধ। কিন্তু

প্রশ্ন এই যে, নাজাত কি ? এ প্রসঙ্গে পূর্বকার ধর্ম সমূহের সহিত যতখানি সম্পর্ক, উহাদের শরীয়ত বা ধর্ম-বিধান সমূহ পরিবর্তিত ও প্রক্ষিপ্ত। মানুষের হাত উহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। এজন্য সে সকল ধর্মের সব ক্ষেত্রেই এই হস্তক্ষেপের প্রভাব পড়িয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে, এক ধর্ম বলে, নাজাত হযরত মসীহ্ আলাইহেস্ সালামের 'প্রায়শ্চিত্তে' বিশ্বাসের সহিত জড়িত। অথচ যে 'ওহী' হযরত ঈসা আলাইহেস সালামের উপর নাজেল হইয়াছিল এবং যে শরীয়ত (বিধান) কায়েম করিবার জন্য হযরত ঈসা আলাইহেস সালাম প্রেরিত হন, অর্থাৎ হযরত মুসার (আঃ)-এর ধর্ম-বিধান, উহাতে তো কোথাও 'নাজাত' (মুক্তি) মসীহ আলাইহেস্ সালামের ক্রুশের সহিত জড়িত বলিয়া কোনও ধারণা পেশ করা হয় নাই। কিন্তু যেহেতু মানব হস্ত উহাতে পরিবর্তন ঘটাইল এবং ভ্রান্ত কথাসমূহ আনিয়া মধ্যে যোগ করিল, এই হস্তক্ষেপের ফলে ইহাও ঘটিল যে, নাজাতকে মসীহ্ আলাইহেস্ সালামের ক্রুশে প্রাণত্যাগের সহিত জড়ানো হইল। কিন্তু 'নাজাত'-এর অর্থ তাহাদের দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত। নাজাতের 'হকিকত' (মূল তত্ত্ব) সম্বন্ধে তাহাদের জানা নাই। আমরা ক্রিশ্চান সাহিত্য অনেক পাঠ করিয়াছি। আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, তাঁহারা আদৌ জানেনই না যে, নাজাত কিসের নাম। কিন্তু ইহা শুধু মুহাম্মদীয় শরীয়তের 'কামাল' (বিশেষত্ব) যে নাজাতের 'সংজ্ঞা'ও আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছে, নাজাতের অর্থও আমাদিগকে মুহাম্মদীয় শরীয়ত শিখাইয়াছে এবং 'নাজাত' লাভ করিবার উপায়ও আমাদিগকে মুহাম্মদীয় শরীয়ত অবহিত করিয়াছে। মুহাম্মদীয় শরীয়ত অনুযায়ী নাজাতের অর্থ সেই প্রীত ও সুখময় অবস্থা, যাহা চিরানন্দ সম্পর্ক যুক্ত। অন্য কথায়, নাজাত সেই পুলকিত অবস্থা, সেই আনন্দ ও সুখ, যাহা মানুষের সকল শক্তির পরিপোষণ ও পরিবর্ধন এবং বিকাশের পর সে লাভ করে। আল্লাহ্তায়ালা যেখানে মানুষের জড় ও দৈহিক হক সমূহ কায়েম করিয়াছেন, সেখানে তিনি মানুষের জ্ঞান ও মেধা সম্পর্কিত অধিকার সমূহও কায়েম করিয়াছেন। আল্লাহ্তায়ালা মানুষকে মানবিক শক্তি দিয়াছেন এবং তৎ-পরিতুষ্টির সামগ্রীও সৃষ্টি করিয়াছেন। তেমনি আল্লাহ্তায়ালা মানুষকে নৈতিক শক্তি ও ক্ষমতা সমূহ দিয়াছেন এবং পরিতুষ্টি ও পূর্ণ পরিপোষণের সরঞ্জামও সৃষ্টি করিয়াছেন। মুহাম্মদীয় শরীয়ত এদিকেও পূর্ণ পথ প্রদর্শন করিয়াছে। আল্লাহ্তায়ালা মানুষকে চতুর্থ প্রকার শক্তি দিয়াছেন; তাহা আধ্যাত্মিক বা রূহানী শক্তি। রূহানী শক্তিগুলির পরিতুষ্টি ও পরিপোষণের জন্য আল্লাহ্তায়ালা সামান পয়দা করিয়াছেন। মুহাম্মদীয় শরীয়ত ঐ সব পথ ও শিক্ষা দিয়াছে। তদনুযায়ী চলিলে মানুষ

পার্থিব খোশহাল, চির সুখ ও আনন্দ লাভ করিতে পারে; কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক সুখ নহে, বরং অন্য শক্তি সমূহের সহিত সম্পর্কিত বাকী যোগ্যতার সহিত জড়িত যে সুখাবস্থা এবং বৈধ-আনন্দ উপভোগের দিকেও ইস্‌লাম পথ প্রদর্শন করে এবং তাহা লাভ করিবার ব্যাপক উপকরণ করিয়াছে। ইহা একটা সুদীর্ঘ বিষয়, যাহা সংক্ষেপে এইরূপে বলা যায় যে, মানুষের অনন্ত খোশ হালের সম্পর্ক আল্লাহ্‌তায়ালার মা'রেফাত (বা তত্ব-জ্ঞান)-এর সহিত। যখন মানুষ আল্লাহ্‌তায়ালার 'ইরফান' লাভ করে, অর্থাৎ সে জানিতে পারে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা কেমন অস্তিত্ব, কি কি গুণযুক্ত। কুরআন করীম আল্লাহ্‌তায়ালার গুণাবলী (সিফাতে-ইলাহিয়া) বর্ণনা করিয়াছে এবং জানাইয়াছে যে, কি প্রকারে আল্লাহ্‌তায়ালার 'রবুবিয়ৎ' (সৃষ্টি, প্রতিপালন এবং ক্রমোন্নতি দান সম্বলিত গুণ) তাঁহার সমাক সৃষ্টিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে এবং কি প্রকারে তাঁহার 'সর্ব-ব্যাপক রহমত' প্রত্যেক জিনিষে ব্যাপ্ত, কি প্রকারে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার সৃষ্টির প্রত্যেক অংশের 'অধিকার' (হক) নির্ধারণ করেন এবং উহাদের সংরক্ষণ করেন, কি প্রকারে তিনি মানুষ ছাড়াও তাঁহার অন্য সৃষ্টিকে মানুষের সেবক করিয়াছেন, কি প্রকারে আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত সমূহ মানুষের উপর অবতীর্ণ হয় এবং কি প্রকারে এই সমস্ত রহমতের পর মানুষ আল্লাহ্‌তায়ালার সত্তা ও গুণ সম্বন্ধে পরিচিত হয়, কি প্রকারে এই মা'রেফাতের পর মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেম সৃষ্টি হয় এবং তাঁহার 'আজমত' (মহিমা) দেখিয়া মানুষের হৃদয় কম্পন ও ভয়ে আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে ঝোঁকে; এই ভয়ে না যে, তিনি কোনো ভয়াবহ বস্তু, বরং এই ভয়ে যে, এত আজীম, এত মহা-গৌরবময় অস্তিত্ব অসন্তুষ্ট হইলে মানুষের বাকী জীবন কিছুই থাকিবে না। সুতরাং নাজাতের সম্বন্ধ আল্লাহ্‌তায়ালার 'মা'ফেরাতের' সহিত সংযুক্ত। এই মা'রেফাতের ফলেই প্রেম ও ভীতি ['মহব্বৎ ও খশিয়ৎ'] পয়দা হয় এবং আল্লাহ্‌-তায়ালার সহিত এক জীবন্ত সম্পর্ক জন্মে। এই জিন্দা, জীবন্ত সম্পর্কের ফলে মানুষ এই পৃথিবীতেও এবং পরকালীন জীবনেও এত আনন্দ প্রাপ্ত হয় যে, তাহার অন্য কোনো জিনিষের প্রয়োজন থাকে না এবং কোন জিনিসের অভাবযুক্ত কোনো অনুভূতি তাহার থাকে না।

বস্তুতঃ, ইস্‌লাম নাজাতের প্রকৃত অর্থ খুলিয়া বলিয়াছে। মানুষ প্রকৃত আনন্দ, প্রফুল্লাবস্থা ও চির সুখ আল্লাহ্‌তায়ালার 'মা'রেফাতের' ফলেই পায়। আল্লাহ্‌তায়ালার 'সিফাত,' তাঁহার গুণাবলীর মায়'রেফাতের (তত্ব-পরিচয়) ফলে আল্লাহ্‌র ভয় ও প্রেম (খাশিয়ৎ ও মুহাব্বৎ) পয়দা হয়। প্রেম স্বয়ং এক মহানন্দ। রূহানী মুহব্বতের অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে, তাঁহারা জানেন যে, ইহাতে পরম আনন্দ। পক্ষান্তরে জড়

জগতের যে সব আনন্দ ও পার্থিব সুখ তাহা কিছুই নয়। দৃষ্টান্ত স্থলে, উপাদেয় খাদ্য উপস্থিত। ক্ষুধা হইয়াছে। পরিশ্রমের জন্য মানুষের শক্তিগুলি আরো শক্তি লাভ করিতে চাহে। তখন সে আহার করে। ইহাও একটা উপভোগ। কিন্তু সেই যে পরম স্বাদ, যাহা খোদাতায়ালার প্রেম হইতে পায়, উহার তুলনায় জাগতিক পানাহারের সুখ-ভোগ কিছুই নয়।

বস্তুতঃ, 'নাজাত' সেই প্রীত, প্রফুল্লাবস্থার নাম, যাহা আল্লাহ্‌তায়ালার মা'রেফাৎ (তত্ত্ব-জ্ঞান) লাভের পর আল্লাহ্‌তায়ালার ভয় ও প্রেমের ফলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ভাবে মানুষের যে সম্বন্ধ হয়, সেই মনোরম অবস্থা ও 'রিজা-ইলাহী' (ঐশী সন্তুষ্টি)-কে আমরা জান্নাৎ (বা বেহেশ্‌ত) বলি। কুরআন করীম বলে, মানুষের জন্য ইহলোকেও জান্নাতের সামগ্রী পয়দা করা হইয়াছে এবং মৃত্যুর পরেও। অর্থাৎ, এদুনিয়া হইতে অন্য দুনিয়ার দিকে লোকান্তরিত হওয়ার পরেও আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার বান্দাগণের সহিত ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার সন্তুষ্টির উদ্যান সমূহে তাহাদিগকে দাখিল করিবেন। ইহাই 'প্রকৃত নাজাত'। এখন কথা হইল খোদাতায়ালার পেয়ার (প্রীতি) মানুষের লাভ হয় এবং ইহার ফলে সব রকমের সুখময় প্রীত অবস্থার সামান পয়দা হয়। ইহা অন্য কাহারো 'মুজাহাদা ও কুরবানী' (ত্যাগ ও সাধনার) সহিত সম্পর্কিত নয়। ইহা প্রত্যেক মানুষের তাহার আপন 'আমল' (কর্ম)-রএ সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সে খোদার পথে শেষ সীমানার প্রচেষ্টা করিবে এবং খোদা ছাড়া অন্য কাহারো প্রতি একটুও আকর্ষণ রাখিবে না। হৃদয়ে আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব 'চিত্র ও দ্বৈত' নিশ্চিহ্ন করিয়া খোদাতায়ালার সহিত যেন সে এক 'সাচ্চা ও জিন্দা' সম্পর্ক স্থাপন করে। খোদাতায়ালার সহিত জিন্দা সম্পর্কের ফলে যে সুষ্ঠু ও সুন্দর সুখময় প্রীত অবস্থার সৃষ্টি হয়; তাহা এ পৃথিবীতে জান্নাতের সামান পয়দা করে এবং পারত্রিক জান্নাতের মানুষকে ওয়ারিশ করিয়া দেয়।

এই সেই প্রকৃত নাজাত ও উহার উত্তম মনোরম ধারণা, যাহা ইসলাম পেশ করে। ইহাই সেই নাজাত বা সেই মুক্তি, যাহা লাভ করিবার উপায় ইসলাম জানাইয়াছে এবং ইহাই সেই নাজাত, যাহার যথার্থতার সাক্ষ্য খোদাতায়ালার কোটি কোটি বান্দা বিগত চৌদ্দশত বৎসর ব্যাপী দিয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালার পেয়ার ও ভালবাসা তাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌তায়ালার সেই মধুর স্বর তাঁহারা শোনিয়াছিলেন, যাহার তুলনায় পৃথিবীর সব কণ্ঠ কৃত্রিম ও বিশ্রী বলিয়া প্রতীত হয়। আল্লাহ্‌তায়ালার সৌন্দর্য জ্যোতিঃ দর্শনে মানুষ জানিতে পারিয়াছে যে সৌন্দর্যের মূল উৎস একমাত্র আল্লাহতায়ালার

আহ্‌মদী

৩০শে সেপ্টেম্বর/৭৭ইং

সত্তা। যদি আমরা অন্য কোথাও সৌন্দর্য দেখিতে পাই, যেমন গোলাপ ফুলে বা উদাহরণ স্থলে, বরফে ঢাকা পর্বতমালার সঙ্গমসমূহের প্রতি তাকাইলে আমরা সৌন্দর্য দেখিতে পাই—এই সব জিনিষই আনুসঙ্গিক মাত্র। এই সবই খোদাতায়ালার সিফাতের এক প্রকার হাল্কা 'জল্ওয়া'-রূপ প্রকাশবৎ। সৌন্দর্যের প্রকৃত প্রস্রবন ও মূল উৎস তো আল্লাহ্তায়ালার সত্তা। পৃথিবীর সব জিনিষ আমাদের সেবায় নিযুক্ত। এইরূপে পৃথিবীর সব জীব ও বস্তু মানুষের সেবা করিতেছে। আমাদের উপর উহাদের 'ইহসান' (অনুগ্রহ) নয়। 'ইহসান (অনুগ্রহ) আল্লাহ্তায়ালার আমাদের প্রতি। তিনি তাঁহার অপার অনুগ্রহে, একদিকে উহাদিগকে সেবক করিয়াছেন। অন্যদিকে আমাদিগকে, সেবা গ্রহণের শক্তি দিয়াছেন। পক্ষান্তরে তিনি আমাদিগকে এই সামর্থ দিয়াছেন যে, আমরা আমাদের শক্তিগুলির সঠিক ব্যবহার ক্রমে খোদাতায়ালার সৃষ্টির সেবা গ্রহণ করি।

বস্তুতঃ, নাজাতের উৎস হইল আল্লাহ্তায়ালার 'মা'রেফত'। ইহা ছাড়া 'নাজাত' লাভ হইতে পারে না। খোদাতায়ালার 'মা'রেফাৎ' ব্যতীত 'নাজাত' প্রাপ্তির অন্য কোনো উপায় নাই। ইহাই একমাত্র উপায়, যদ্দারা আল্লাহ্তায়ালার 'মুহাব্বত ও খাশিয়ৎ' (প্রেম ও ভীতি) সৃষ্টি হয়। ইস্লামী 'শরীয়তের' ইহাই এক মাত্র উদ্দেশ্য। এমনি তো প্রত্যেক ধর্মেরই এই উদ্দেশ্য চলিয়া আসিয়াছে। প্রথমে বলিয়াছি, ইসলামের পূর্বেকার ধর্মগুলি স্ব স্ব যুগে, বিশেষ এলাকায় এবং সীমাবদ্ধ লোকালয়ে এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া আসিয়াছে। কারণ পূর্বেকার নবীগণ (আলাইহিমুস্ সালাম) স্থান ও কালের দিক হইতে সীমাবদ্ধ দায়িত্ব লইয়া আসিতেন। মানুষকে অনেক মার্গ, অনেক ধাপ ক্রমশঃ পার হইয়া তাহাদের যোগ্যতার শোভা প্রকাশ করিতে হইবে। সুতরাং, মানুষের যোগ্যতানুসারে নাজাতের সামান ও উপকরণ সৃষ্টি হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু 'মুহাম্মদী শরীয়ত' অবতীর্ণ হওয়ার পর পৃথিবী "রাহ্মাতি ওসেয়াৎ কুল্লা শাই-ইন্" [আমার কৃপা সর্বব্যাপক, সর্ববস্তু বেষ্টিত] সম্বলিত দৃশ্য দর্শন করিয়াছে। মুহাম্মদী শরীয়তের 'ফয়জান' (কল্যাণ)-এর চক্র (বা বেষ্টনী) কিয়ামত তথা পুনরুত্থান সময় পর্যন্ত ব্যাপক। এই কারণেই আল্লাহ্তায়ালা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে 'রহ্মতুল-লিল-আলামীন" رحمة للعلمين [—'সম্যক বিশ্বের জন্য রহমত'] স্বরূপ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে অন্য কোন নবীর এই মর্যাদা ও কাজ ছিল না। এই প্রসঙ্গে হযরত মসিহ মওউদ আলাইহেস সালতু ওয়াস্সালাম হইতে একটি ক্ষুদ্র উধৃতি পাঠ করিয়া শোনাইতেছি। তিনি বলেন :—

"ধর্মের মূল উদ্দেশ্য খোদাকে চেনা, যিনি এই বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রেমের ঐ মোকামে পৌঁছা, যাহা অন্যের প্রেম ভস্মীভূত করে এবং তাঁহার সৃষ্টি জীবের প্রতি সহানুভূতির ও প্রকৃত পবিত্রতার জামা পরিধান করায়। কিন্তু

আমি দেখিতে পাই যে এই উদ্দেশ্য এ যুগে উপেক্ষিত ও বিস্মৃতির শিকারে পরিণত। অধিকাংশ মানুষ নাস্তিকতার কোনোও না কোনো শাখা তাহার হাতে নিয়া বসা। খোদাতায়ালার পরিচয় ও তত্ত্ব-জ্ঞান অতি অল্প। এই কারণে পৃথিবীতে প্রত্যহ গোনাহ্ করিবার দুঃসাহসিকতা বৃদ্ধি পাইতেছে: কারণ, ইহা স্পষ্ট যে, যাহা চেনা যায় না উহার কদর ও মর্যাদা হৃদয়ে জন্মলাভ করে না—উহার প্রেমও সৃষ্টি হয় না এবং ভয়েরও উদয় হয় না। যাবতীয় ভয়, প্রেম ও মর্যাদাবোধ পরিচয় প্রাপ্তির পরে হয়।

সুতরাং, ইহাতে প্রকাশ পায় যে, অধুনা পৃথিবীতে গোনাহ্র প্রাবল্য ও আতিশয্য 'মা'রেফাতের' সল্পতা বশতঃ হইয়াছে। সত্য ধর্মের লক্ষণাবলীর মধ্যে ইহা এক আজিমুশ-শান লক্ষণ যে, উহাতে খোদাতায়ালার 'মা'রেফাত' (জ্ঞান) ও তাঁহাকে সিনাক্ত করিবার উপায় বহুল পরিমাণে থাকে, যেন মানুষ গোনাহ হইতে নিবৃত হইতে পারে এবং খোদা-তায়ালার রূপমালার (হুসন ও জামালের) সন্ধান পাইয়া 'পরিণত' (কামেল) প্রেম ও অনুরক্তি ['মুহাব্বৎ ও ইস্ক]-এর অংশ নেয় এবং সম্পর্ক ছেদন অবস্থাকে জাহান্নাম হইতে অধিক ভয়ঙ্কর জ্ঞান করে। ইহা সত্য কথা যে গোনাহ্ হইতে বাঁচা এবং খোদাতায়ালার প্রেমে তন্ময় হওয়া মানুষের এক 'আজিমুশ্-শান মকসদ (সুমহান উদ্দেশ্য)। ইহাই সেই প্রকৃত স্বস্তি ও শান্তি, যাহাকে আমারা বেহেশ্তের জীবন বলিয়া 'অভিহিত' করিতে পারি। যে সব আকাঙ্খা খোদার সন্তুষ্টি বিরুদ্ধ সবই নরকাগ্নি। এই সমুদয় আকাঙ্খার অনুবর্তিতায় জীবন জাপন এক 'জাহান্নামী জীবন'। এই নরকীয় জীবন হইতে নাজাত বা মুক্তি কিরূপে লাভ হয়? ইহার প্রত্যুত্তররূপে যে জ্ঞান খোদা আমাকে দিয়াছেন তাহা ইহাই যে, এই আতশ-খানা (অগ্নি-আলয়,) হইতে নাজাত এমন মায়'রেফাত বা ঐশী জ্ঞান প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে, যাহা প্রকৃত ও পরিণত মাত্রায় উপনীত হয়। কারণ, প্রবৃত্তির তাড়না ও উত্তেজনা যাহা মানুষকে আপন দিকে আকর্ষণ করিতেছে, উহা এক পুরা বন্যা, যাহা ঈমান ধ্বংস করিবার জন্য মহাবেগে ছুটিয়াছে, প্লাবন করিয়া চলিয়াছে। পুরা মাত্রার প্রতিবিধান 'পুরা মাত্রা ব্যবস্থা' ছাড়া অসম্ভব। বস্তুতঃ এই জন্যই নাজাত প্রাপ্তির জন্য এক পুরা মাত্রায় কামেল মা'রেফাতের প্রয়োজন।" ['রূহানী খাজায়েন ; ২০শ খণ্ড লাহোর বক্তৃতা, ১৪৮-১৪৯ পৃঃ]

আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার অপার অনুগ্রহ ও কৃপায়, ফজল ও রহমতে আমাদের সকলকেই এই পূর্ণ জ্ঞান—কামেল মা'রেফাৎ দিন, আমীন। হে আল্লাহ্, ইহাই হউক।

[সাপ্তাহিক বদর, কাদিয়ান (ভারত) তাং ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ হইতে অনুদিত।]

অনুবাদক: এ, এইচ, এম, আলী আন্ওয়ার

সংবাদ

কাদিয়ান যিয়ারত

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েব আমির মোহতারম জনাব ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব তদীয় স্ত্রী জনাবা মাসুদা বেগম সাহেবা, (সদর বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহ্) বিগত ২৪শে অক্টোবর আল্লাহ্তায়ালার ফজলে কাদিয়ান হইতে নিরাপদে ঢাকা ফিরিয়াছেন। তাঁহারা তিন পুত্র সহ কাদিয়ান শরীফ যিয়ারত এবং সেখানে রমজানুল মোবারকের শেষ দশ দিন অতিবাহিত করার উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন। তাঁহারা সেখানে পবিত্র এ'তেকাফ পালন করার ও তওফিক হাসিল করেন এবং সেখানের বৈশিষ্টপুর্ণ কুরআন দরস, তাহাজ্জুদ, তারাবিহ নামায ও ঈদুলফিৎর এবং বিশেষ ইজতেমায়ী দোওয়া সমূহে অংশ গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। আলহামদুল্লিাহ্।

* * *

তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ায় পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজ যাকজমক ভাবে পালন করা হয়। খোদ্দামগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া মসসিদের সামনের মাঠ সুন্দর ভাবে সুসজ্জিত করে। উক্ত ঈদগাহে নারী পুরুষ মিলিয়ে প্রায় ৪০০ চারিশতেরও অধিক লোক সমবেত হইয়াছিল। নামাজ পড়ান প্রা প্রেসিডেন্ট জনাব মৌঃ আহমদ আলী সাহেব।]

* * *

গত ৮ই মে রোজ রবিবার চট্টগ্রাম মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে সকাল ৮টা হইতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত তরবীয়তী ক্লাশ স্থানীয় আঞ্জুমনে অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে সকল খোদ্দাম ও ১২ বৎসরের উর্দ্ধের আৎফাল অংশ গ্রহণ করে।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাত আহমদীয়ার
সালানা জলসা

আগামী ২২ ও ২৩ শে অক্টোবর মোতাবেক ৫ ও ৬ই কার্ত্তিক রোজ শনি ও রবিবার আহ্‌মদী পাড়ায় মসজিদ মোবারক প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হইবে। ইনশাআল্লাহ। ~~আপনি~~ সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে জলসায় যোগদানের জন্য আন্তরিক আহ্বান জানান যাইতেছে।

মোঃ ইসমাইল,
চেয়ারম্যান
জলসা কমিটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ঢাকায় অনুষ্ঠিত "শান্তির বার্তা" পরীক্ষার ফল

মোট নম্বর—১০০ পাশ নম্বর—৪০

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১। বশিরুল হাসান সিরাজী (চট্রগ্রাম) ৪১
২। মোঃ মোবারক আহমদ চৌধুরী (জামালপুর) ৪৫
৩। মোঃ আবদুল জলিল (ঢাকা) ৬৪
৪। মুখলেছুর রহমান (শাহবাজপুর) ৫৫
৫। মোঃ রেজাউল্লাহ (চট্রগ্রাম) ৪০
৬। মোঃ আবুল কাসেম (কুমিল্লা) ৫৫
৭। মোঃ আবদুল মতিন (কুমিল্লা) ৬১
৮। এস, এম, ফয়জুল হক (ঢাকা) ৪৫
৯। মোঃ আফজাল হোসেন ভূঞা (ক্রোড়া) ৪০
১০। মোঃ আইয়ুব খান (ক্রোড়া) ৪০
১১। হুমায়ুন কবীর খান (ঢাকা) ৪০
১২। জামাল উদ্দীন আহমদ (আসাদ) ৪৫
১৩। মোঃ সৈয়দুজ্জামান (রিকাবীবাজার) ৬০
১৪। মোঃ আবদুল বাতেন (ময়মনসিংহ) ৬৪
১৫। সাইফুর রহমান (ঢাকা) ৪০
১৬। মোঃ ইব্রাহিম চৌধুরী ৪৫
১৭। এহতেশামুল হক (সোহেল) ঢাকা ৫৫
১৮। কায়সারুল হক (ঢাকা) ৫২
১৯। মোঃ আবদুল জব্বার (ঢাকা) ৬৩
২০। মোঃ বশির আহমেদ চৌধুরী (জামালপুর) ৪০
২১। মোঃ আখতার হোসেন (ঢাকা) ৪৭
২২। মোঃ দস্তুর উল্লাহ (চট্রগ্রাম) ৪৭
২৩। সৈয়দ হাসান মাহমুদ (চট্রগ্রাম) ৪০
২৪। মঈনুদ্দীন আহমদ সিরাজী ৫২
২৫। এন, এন, মোহাম্মদ সালেহ (ঢাকা) ৬২
২৬। মোঃ তাসাদ্দক হোসেন (ঢাকা) ৪৩
২৭। মোঃ গোলাম কাদের (ব্রাহ্মনবাড়িয়া) ৬২
২৮। মোঃ জাহাঙ্গীর বাবুল (ব্রাহ্মনবাড়িয়া) ৬১

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

"তাহ্‌রীক জদীদ ও ওকফেজদীদ"

বিগত ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৭ইং পাক্ষিক আহ্‌মদীর ৭ম সংখ্যায় তাহরীকে জদীদ ও ওয়াকফে জদীদের বাৎসরিক চাঁদা পবিত্র রোমযান মাসে পূর্ণ আদায়কারী ভ্রাতা ও ভগ্নিদের নামের তালিকা দোয়ার জন্য সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)-এর নিকট পেশ করা হইবে বলিয়া এলান করা হইয়াছিল। এখনও সকল জামাত হইতে নামের তালিকা নিম্ন স্বাক্ষর-কারীর নিকট আসে নাই। উক্ত নামের তালিকা জামাত সমূহ হইতে সত্বর পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

অক্টোবর মাসে তাহরীকে জদীদের বৎসর শেষ হইতেছে, কাজেই সকল জামাতের তাহরীকে জাদীদের সেক্রেটারী সাহেবানকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে উক্ত বিষয়ে একটি চাঁদা আদায় সপ্তাহ পালন করিবেন ও রিপোর্ট প্রেরণ করিবেন।

নভেম্বর মাসে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায় সাপ্তাহ পালন করিবার জন্যও ওয়াকফে জাদীদের সেক্রেটারী সাহেবানকে অনুরোধ করা যাইতেছে। সপ্তাহ পালন করিয়া ওয়াদা ও আদায়ের রিপোর্ট প্রেরণ করিবেন। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের সহায় হউন। আমীন।

—মোহাম্মাদ সামসুর রহমান

সেক্রেটারী, তাহরীকে জদীদ ও ওয়াকফে জদীদ

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া, ঢাকা

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমার তারিখ পরিবর্তন

আহ্‌মদী পাত্রিকা ও পত্রের মাধ্যমে ইতিপূর্বে জানানো হইয়াছিল যে, আগামী ৭, ৮ ও ৯ই অক্টোবর বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইবে। বিশেষ কারণ বশতঃ উল্লিখিত তারিখে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইবে না। দ্বিতীয়তঃ যেহেতু ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্থানীয় জলসা আগামী ২২ ও ২৩ শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত হইতেছে সেই জন্য উক্ত সময়েও ইজতেমা করা যাইতেছে না। সম্ভবতঃ অগামী ২৮, ২৯ ও ৩০শে অক্টোবর এই ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইবে। এ সম্বন্ধে সত্বর প্রত্যেক কায়েদ সাহেবের নামে সঠিক তারিখ জানাইয়া চিঠি দেওয়া হইতেছে।

মোহাম্মদ খলিলুর রহমান
নায়েব সদর মজলিস
বাংলাদেশ মঃ খোঃ আঃ

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইমুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬ ৮৭)

Published & Printed by Md. F. K Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e-Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A H. Muhammad Ali Anwar